আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ০২ অক্টোবর, ২০১৯ **বুলেটিন নং ৮১**	**০২ অক্টোবর হতে ০৬ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (২৮ সেপ্টেম্বর হতে ০১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৮ সেপ্টেম্বর	২৯ সেপ্টেম্বর	৩০ সেপ্টেম্বর	০১ অক্টোবর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	২.০	৪০.০	৩৮.০	০.০-৪০.০ (৮০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩১.৫	৩১.১	৩১.০	২৮.৫	২৮.৫-৩১.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.১	২৪.৮	২৩.৮	২৪.০	২৩.৮-২৫.১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৩.০-৯৬.০	৭০.০-৯৭.০	৬৭.০-৯৭.০	৮৩.০-৯৬.০	৬৩.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.০	১.৯	১.৯	১.৯	০.০-১.৯
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৮	৮	৬	৮	৬-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
০২ অক্টোবর হতে ০৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৮.৮ (১১.৮)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৬-৩১.১
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.৭-২৪.৩
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৭.০-৯৯.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.০-৫.৭
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	কুশি থেকে থোড়
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফলধরা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান:

- **আগামী পাঁচদিন যেহেতু হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে তাই সেচ প্রদানের মাধ্যমে ধানের কুশি পর্যায় পযর্ন্ত জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন। ধানের নরমদানা পর্যায়ে জমিতে ২-৫সেমি পানির স্তর রাখুন।**
- **সব ধরনের আন্ত:পরির্চযার কাজ শেষ করতে হবে।**
- **প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত বিরতিতে জমির আগাছা পরিস্কার করুন। চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর প্রথমবার এবং ৩০-৩৫দিন পর দ্বিতীয়বার হাত অথবা আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা নিধন করুন।**
- **চারা** রোপণের **১৫-২০ দিনের মধ্যে ১/৩ নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করুন। কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে শেষ ১/৩ নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করুন বৃষ্টিপাতের পর।**
- **গাছ ফড়িং এর আক্রমণ সনাক্ত করতে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন। প্রতি গোছায় ৫টির অধিক পোকা দেখা গেলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।**
- **অপকারী পোকা যেমন: মাজরা পোকা ,পামরি পোকা, চুঙ্গি পোকা, গলমাছি সনাক্ত করতে নিয়মিত মাঠ পরিদশর্ণ করুন। পোকা সনাক্ত করতে আলোক-ফাদঁ ব্যবহার করতে হবে।**
- **চারা এবং কুশি পর্যায়ে পাতা মোড়ানো পোকা অথবা পামরি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। যদি একটি গোছায় পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত একটি পাতা দেখা যায় অথবা একটি পামরি পোকার উপস্থিতি চোখে পড়ে তাহলে ক্লোরোপাইরিফস্স ২০ইসি অথবা মনোক্রোরোফস্স ৪০ইসি @ ১.৫ মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হলো।**
- **মাজরা পোকা অথবা পাতা খেকো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণে কার্বফুরান ৩জি (১২কেজি/ একর) প্রয়োগ করুন।**
- **নিচু জমি থেকে পানি নেমে গেলে এসব জমিতে এখনও আমন ধান রোপন করা যাবে। দেরিতে রোপনের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রিধান ৩৮, ব্রিধান ৪৬,বিনাশাইল, নাইজারশাইল বা স্থানীয় উন্নত জাত বেশ উপযোগী।**

অন্যান্য পরামর্শ:

১.বন্যার পানি নেমে যাবার পর শীতকালীন সবজি চাষ শুরু করুন।

২. বন্যার পানিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য আগাম রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিন। যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদী টরি-৭, বারি-৯, বারি-১৪, বারি -১৫ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। ভুট্টার বীজ, লাল শাক, পালং শাক, ডাঁটা শাক প্রভৃতি বিনা চাষে বপনের জন্য সংগ্রহ করুন।

৩. বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাষকলাই, খেসারী বপন ও পানি কচু রোপণ করুন।

৪. ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের বীজ অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে বুনতে হবে। এতে ফুটরট/কলার রট রোগের প্রাদুর্ভাব কম হবে।

৫. এ সময় ফলদবৃক্ষ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপন করুন। বন্যা বা বৃষ্টিতে মৌসুমের রোপিত চারা নষ্ট হয়ে থাকলে সেখানে নতুন চারা লাগিয়ে শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। এছাড়া এ বছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেওয়া, বেড়া ও খুঁটি দেওয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্চিত ডাল প্রুনিং করতে হবে। নারিকেল গাছের পুরাতন/মরা ডাল পরিষ্কার করুন।

৬. গবাদি পশুকে পচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

৭. বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।

৮. পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৯. বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

১০. সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্যচাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। নতুন পোনা ছাড়ার আগে পুকুরে প্রতি বিঘায় ৩০ কেজি চুন প্রয়োগ করুন। চুন প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর প্রতি বিঘায় ২৫০-৩০০ কেজি খামারজাত সার প্রয়োগ করুন। সম্ভব হলে আকস্মিক বন্যা থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

১১. পরির্বতিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।